মুজিবনগরে সার পাচারের সময় জনতার হাতে আটক, ডিলারকে জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সরকারি সার পাচারের একটি বড় চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। সোমবার ভোরে উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বিসিআইসি সার ডিলার মেসার্স ফয়সাল ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী আ স ম মাহবুব আলম (রবি) এর নিজস্ব গোডাউন থেকে পাচারের সময় সারের একটি চালান আটক করে সাধারণ জনগণ।

পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট সার ডিলারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আদালত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিসিআইসি অনুমোদিত সার ডিলার দারিয়াপুরের ‘ফয়সাল ট্রেডার্স’-এর গোডাউন থেকে সরকারি সার অবৈধভাবে অন্য কোথাও পাচার করা হচ্ছিল। প্রথমে স্থানীয় যান আলম সাধুর মাধ্যমে ২০ বস্তা টিএসপি পুরুন্দরপুর গ্রামের ওয়াছেদ আলীর ছেলে জামিরুলের গোডাউনে নামিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে ২০ বস্তা ইউরিয়া সার নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় জনতা আলম সাধু টি আটক করে আলম সাধু চালক কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে রবি চেয়ারম্যানের ঘর থেকে সার নিয়ে জামিরুলের ঘরে দিয়ে আসছে বলে জানাই।বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় উৎসুক ও ক্ষুব্ধ জনতা সারের চালানটি হাতেনাতে আটকে দেয় এবং প্রশাসনকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবু শাহমা। তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং ঘটনার সত্যতা যাচাই করে তাৎক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। সরকারি নিয়ম অমান্য করে সার পাচারের দায়ে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১২(১) ধারা লংঘন করাই ১২(৩) ধারাই ফয়সাল ট্রেডার্সের মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবু শাহমা জানান, “কৃষকদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি সার এভাবে পাচারের চেষ্টা সম্পূর্ণ অবৈধ। স্থানীয় জনগণের সতর্কতার কারণে এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কৃষি খাতে যেকোনো ধরনের অনিয়ম ও কালোবাজারি রুখতে আমাদের এ ধরনের

অভিযান ও কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে।

এদিকে স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, ডিলারদের এমন অবৈধ পাচার ও মজুতের কারণেই মাঠপর্যায়ে কৃত্রিম সার সংকট তৈরি হয়। তারা এই চক্রের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

দামুড়হুদায় অ্যাপোলো ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা

রোগীর অস্ত্রোপচার মাঝপথে বন্ধ রেখে চিকিৎসকের চলে যাওয়া এবং স্বাস্থ্যসেবার নির্ধারিত নিয়ম-নীতি না মানার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা অ্যাপোলো ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের যৌথ টিম।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পরিচালিত এ অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত ৫ জুন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর নতুন গ্রামের শরীফ উদ্দীনের স্ত্রী মুসলিমা খাতুন জরায়ুর টিউমার অপসারণের জন্য ক্লিনিকটিতে ভর্তি হন।

অভিযোগ রয়েছে, রিচার্ড সরেন নামে এক চিকিৎসক অ্যানেসথেসিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতি ছাড়াই অস্ত্রোপচার শুরু করেন। একপর্যায়ে অপারেশন অসমাপ্ত রেখেই তিনি চলে যান। পরে রোগীকে মুমূর্ষু অবস্থায় চুয়াডাঙ্গায় নেওয়া হলে সেখানে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়।

এ ঘটনার ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ক্লিনিকটিতে বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে প্রতিষ্ঠানটিকে ১

লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত ক্লিনিকটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান। তিনি জানান, অভিযোগের তদন্তে দেখা গেছে, মুসলিমা খাতুনের অস্ত্রোপচারের সময় অ্যানেসথেসিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না। অভিযুক্ত চিকিৎসক নিজেই স্পাইনাল অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করে অস্ত্রোপচার শুরু করেন। পেটের অংশ (অ্যাবডোমেন) খোলার পর রোগী অ্যানেসথেটিক জটিলতায় পড়লে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

তিনি আরও বলেন, “ঘটনাটি গুরুতর অনিয়মের শামিল। অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ক্লিনিকটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, লাইসেন্স বাতিলসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হবে। কাগজপত্র ও সার্বিক সুবিধা পর্যালোচনার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।”

মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীন আলম বলেন, “ক্লিনিক, ল্যাব ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনার জন্য যে মানদণ্ড ও অবকাঠামো থাকার কথা, তার কোনোটিই প্রতিষ্ঠানটি পূরণ করতে পারেনি। একজন রোগীর জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলার মতো ঘটনা ঘটেছে। এর আগেও তাদের সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা আমলে নেয়নি। তাই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত ক্লিনিকটি বন্ধ থাকবে।”

অভিযানকালে কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর রাসেল উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয়দের দাবি, এর আগেও ক্লিনিকটিকে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে জরিমানা করা হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেয়নি।

তাদের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানটি রোগীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে এবং সেবার চেয়ে ব্যবসাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এ কারণে ক্লিনিকটি স্থায়ীভাবে বন্ধের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ও সচেতন মহল।

দামুড়হুদায় ওষুধ আইনের লঙ্ঘনে ৩ জনকে জরিমানা

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ওষুধ বিক্রিতে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সদর ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

গতকাল মঙ্গলবার পরিচালিত এ অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ৩ ব্যক্তিকে মোট ৭ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলমের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানে জেলা ঔষধ পরিদর্শক উপস্থিত থেকে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করেন।

অভিযান চলাকালে বিভিন্ন ফার্মেসিতে অনুমোদনবিহীন ওষুধ সংরক্ষণ, স্যাম্পল ওষুধ বিক্রি ও প্রদর্শন এবং অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক রেজিস্টার সংরক্ষণ না করার মতো নানা অনিয়ম ধরা পড়ে। পরে যাচাই-বাছাই শেষে ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ৩ ব্যক্তিকে মোট ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় জেলা ঔষধ পরিদর্শক ফার্মেসি মালিকদের উদ্দেশে বলেন, সরকার নির্ধারিত নিয়ম-কানুন মেনে ওষুধ বিক্রি করতে হবে। অনুমোদনবিহীন ওষুধ বিক্রি এবং রেজিস্টারবিহীনভাবে অ্যান্টিবায়োটিক বিতরণ জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওষুধ ব্যবসায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। একই সঙ্গে সাধারণ জনগণকে অনুমোদিত ফার্মেসি থেকে ওষুধ ক্রয়ের মাধ্যমে সচেতন ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ফুটপাত দখল করায় দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ফুটপাত দখলমুক্ত করতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য প্রস্তুত ও বিক্রির দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহীনূর আক্তারের নেতৃত্বে পৌর এলাকার হাইরোড ও আলিফউদ্দিন রোডে এ মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে যত্রতত্র যানবাহন পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করা হয়। একই সঙ্গে জনভোগান্তি কমাতে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়।

এ সময় বিভিন্ন ফাস্টফুড, কনফেকশনারি ও রেস্তোরাঁ পরিদর্শন করা হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ‘অধিকারী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার’-কে ৭ হাজার টাকা এবং ‘কুটুমবাড়ি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার’-কে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। দুই প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহীনূর আক্তার ব্যবসায়ীদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রেখে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সকল প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট বন্ধ রাখার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ভেড়ামারায় জেলিযুক্ত চিংড়ি বিক্রি, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর জেলিযুক্ত (সিলিকা জেল) চিংড়ি মাছ বিক্রির দায়ে এক মাছ ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে জব্দ করা বিষাক্ত চিংড়ি মাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভেড়ামারা উপজেলার একটি বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় চিংড়ি মাছের ওজন ও আকার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ক্ষতিকর সিলিকা জেল ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ডা. গাজী আশিক বাহার। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা রাশেদ হাসান।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ডা. গাজী আশিক বাহার জানান, খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। বিশেষ করে মাছের সতেজতা ও ওজন বাড়াতে সিলিকা জেল ব্যবহার সম্পূর্ণ বেআইনি এবং এটি মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

তিনি আরও বলেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য বিক্রির আহ্বান জানান তিনি।

আলমডাঙ্গায় অনুমোদনবিহীন ৪০ বস্তা সার জব্দ, ২০ হাজার টাকা

জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় অনুমোদনহীনভাবে ডিএপি সার পরিবহন ও বাজারজাতের অভিযোগে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক ব্যবসায়ীকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ সার জব্দ করা হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী মো. সুমন আলী (৪০) উপজেলার হারদী গ্রামের মৃত ঠান্ডু বিশ্বাসের ছেলে এবং হারদী বাজারের মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্সের মালিক।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের উত্তরপাড়া এলাকায় হারদী-মিরপুর সড়কে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সারবোঝাই একটি আলমসাধু আটক করা হয়। এ সময় বিসিআইসির ৪০ বস্তা বাংলাদেশ ডিএপি সার জব্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, আটক আলমসাধুর চালক ওসমানপুর গ্রামের মো. সিয়াম আলী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, হারদী বাজারের মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্স থেকে ডিএপি সার বোঝাই করে প্রাগপুর এলাকার এক ব্যবসায়ীর দোকানে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশনা ছিল তাঁর কাছে। তিনি এ সংক্রান্ত একটি বিক্রয় মেমোও প্রদর্শন করেন।

পরবর্তীতে উপজেলা কৃষি অফিসের অনুসন্ধানে জানা যায়, যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই সার বিক্রয় ও পরিবহন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশের নির্দেশনায় সারগুলো জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্সের মালিক মো. সুমন আলীকে সার ব্যবস্থাপনা আইন (সংশোধন) ২০১৮-এর ১২(১) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে একই আইনের ১২(৩) ধারায় ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশ বলেন, জব্দকৃত সার সাধারণ কৃষকদের মাঝে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট

মির্জা শহিদুল ইসলাম।

এ সময় আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মো. সাইফুল্লাহ মাহমুদ ও মো. উদয় রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কৃষি উপকরণের অবৈধ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে মাদক সেবনের দায়ে দুজনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে মাদক সেবনের দায়ে দুজনের জেল-জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

মঙ্গলবার (১৯ মে) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সদর উপজলের বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সিরাজুল ইসলাম।

অভিযানকালে শহরের কলেজপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তিকে হেরোইন সেবন করে জনশৃঙ্খলা বিনষ্টের দায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারায় ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এদিকে শেখপাড়া গ্রামে আরেক ব্যক্তির কাছ থেকে ৩৯ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) ধারার সারণির ২১ অনুযায়ী তাকে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে একটি ইটভাটাকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে একটি ইটভাটাকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন।

রোববার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার দোয়েল ব্রিকসে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে ইটভাটায় জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অপরাধে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ লঙ্ঘনের দায়ে দোয়েল ব্রিকসকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবেশ রক্ষা ও আইন বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ল্যাব টেকনিশিয়ানকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দুইটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের দুই ল্যাব টেকনিশিয়ানকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার চিতলা হাসপাতালের সামনে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, উপজেলার শুভা ডায়াগনস্টিক

সেন্টারে দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত ল্যাব টেকনিশিয়ান না থাকলেও কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি। এ বিষয়ে প্রশাসনের কাছে তথ্য পৌঁছালে তদন্তে নামে ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে সংশ্লিষ্ট ল্যাব টেকনিশিয়ান মেহেদী হাসানকে হাজির করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে তিনি প্রথমে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও পরে তার বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এছাড়া মালিকপক্ষের সঙ্গে বেতন সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়ও উঠে আসে। ভ্রাম্যমাণ আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা এবং বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপরদিকে, রিশা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ল্যাব টেকনিশিয়ান ওমর ফারুক অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে অনিয়মিতভাবে টাকার বিনিময়ে কাজ করতেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মুখোমুখি করা হলে তিনি দায় স্বীকার করেন।

এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানে অনুমোদন ছাড়া ল্যাব টেকনিশিয়ানের দায়িত্ব পালন করায় স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়তে পারে এবং এটি প্রচলিত মেডিক্যাল নীতিমালার পরিপন্থী উল্লেখ করে তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও সতর্ক করা হয়। উভয়ের কাছ থেকেই জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়েছে।

অভিযানে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান সহযোগিতা করেন।

মুজিবনগরে হোমিও হলসহ দুই প্রতিষ্ঠানে ২১ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে মিথ্যা তথ্য দিয়ে চিকিৎসাসেবা পরিচালনার অভিযোগে একটি হোমিও হলসহ দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ২১

হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ওষুধ, বীজ, কীটনাশকসহ বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযান চলাকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় জুঁই এন্ড জিহাদ ভ্যারাইটিজকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া “ইএনটি কলিকাতা” নামে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে টিংচার হোমিও হলের স্বত্বাধিকারী মো. জাবেদুর রহমানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছিল।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এসময় সার্বিক সহযোগিতা করেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. তারিকুল ইসলাম এবং জেলা পুলিশের সদস্যরা।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।